দরিদ্র কোটায় ভর্তি নিয়ে প্রশ্ন, তদন্তের নির্দেশ

■ সমকাল প্রতিবেদক

২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস কোর্সে দরিদ্র ও অনগ্রসর কোটায় সিলেটের পার্কভিউ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়া এক শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে তথ্য গোপনের অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগ।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মো. তারিফ হোসেন নামে ওই শিক্ষার্থী দরিদ্র কোটায় পার্কভিউ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় তাঁর অবস্থান ছিল ৪৮ হাজার ২৩৪। টেস্ট স্কোর ছিল ৫৪ আর মেরিট স্কোর ২৪৯। মেধা তালিকা অনুযায়ী কলেজটিতে ভর্তির জন্য তাঁর অবস্থান নিচের দিকে ছিল। ফলে তাঁর ভর্তি হওয়ার সুযোগ ছিল না।

অভিযোগে বলা হয়েছে, এ অবস্থায় তিনি দরিদ্র বা অনগ্রসর কোটায় ভর্তি হন এবং বর্তমানে সেখানে অধ্যয়ন করছেন। এ ক্ষেত্রে কলেজের মেডিকেল টেকনোলজিস্ট মো. শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে তাঁকে সহযোগিতার অভিযোগ ওঠে। ভর্তির পর ওই টেকনোলজিস্টের মেয়েকে বিয়ে করেন তিনি।

পুরো বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ভর্তির সুযোগ না পাওয়া কয়েক শিক্ষার্থী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরে আবেদন করেন।

সোহাগ মজুমদার নামে এক ব্যক্তি গত ১০ ডিসেম্বর স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগে এ বিষয়ে লিখিত আবেদন করেন।

এর পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখা থেকে গত ২৭ জানুয়ারি স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের

পার্কভিউ মেডিকেল কলেজ

কাছে একটি চিঠি পাঠানো হয়। চিঠিতে বলা হয়, দরিদ্র ও মেধাবী অসচ্ছল কোটায় ভর্তির যোগ্যতা না থাকার পরও তথ্য গোপন করে জালিয়াতির মাধ্যমে মো. তারিফ হোসেন নামে এক শিক্ষার্থী পার্কভিউ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন– এমন অভিযোগ পাওয়া গেছে।

চিঠিতে অভিযোগটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বিস্তারিত প্রতিবেদন পাঠাতে বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে পার্কভিউ মেডিকেল কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভৌমিক বলেন, 'তিন বছর আগের ঘটনা, এখন স্পষ্ট মনে নেই। তবে দরিদ্র কোটায় ভর্তি হলে শিক্ষার্থীদের দেওয়া কাগজপত্র যাচাই করা হয়।'

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেন, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগটি খতিয়ে দেখা হবে এবং তদন্ত শেষে প্রতিবেদন পাঠানো হবে।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে মো. তারিফ হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি পরে কথা বলবেন বলে জানান। এর পর একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

মেডিকেল টেকনোলজিস্ট মো. শহিদুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সরাসরি দেখা করে কথা বলতে চান। পরে তাঁকে ফোন করা হলেও আর সাড়া পাওয়া যায়নি।

পার্কভিউ মেডিকেল কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ ডা. শাহাবুদ্দিন বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।